উন্মাদ !

(অন্তর্লীন সে কোন বৃহৎ প্রবাহ থেকে ঐশী ঝর্ণাধারায় ক্রমাগত উৎসারিত হয় মর্মচিত্তসংগীত আর নর্মদেহভঙ্গীমা, সে অমৃত ধারণ করার ক্ষমতা রাখে এই ধর্মোন্মাদের দল?)

আবার ছোবল মেরেছে সেই উন্মাদ, সেই পুরোন ধর্মোন্মাদ।

এর নাম রাজনৈতিক ইসলাম, সাধারণভাবে জামাত বলি আমরা যাকে। আমাদের যম-গোলাম আর মত্যানিজামীদের মত সেও আল্লা-রসুলের নামে অসম্ভব মিষ্টি কথা বলত। লম্বা দাঁড়ি-টুপি-আলখাল্লা আর দু'টো মুখস্ত করা আয়াতের সহজ মূলধনে মানুষের মন জয় করেছিল সেও। তথাকথিত ইসলামি রাষ্টের দুধ-মধুর স্বপ্ন দেখিয়েছিল সে-ও। তার ইতিহাস পড়েনি দেশের মানুষ, তার আসল রাক্ষুসে চেহারা জানে না দেশের মানুষ। তাই তাকে বিশ্বাস করেছিল সবাই, - বড় আশা করে ক্ষমতায় বসিয়েছিল তাকে। তারপর একের পর এক এই বজ্রপাত। কোথায় যাবে এখন জনগণ? এ কালনাগের কুক্ষি থেকে কিভাবে বের হয়ে আসবে তারা? ইরাণেও ঐ একই অবস্থা, ১৯৭৯ সালে তাকে সমর্থন করে এখন আর্তনাদ হাহাকার আর রক্তস্রোতে সকাল-সন্ধ্যা নাকখৎ আর কানমলা খাচ্ছে সারা জাতি, এ সাপের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত হতে প্রাণান্ত হতে হচ্ছে তাদেরও। পাকিস্তানেও তাই, তার সরকারি কমিটি প্রেসিডেন্টের কাছে প্রস্তাব করেছে শারিয়া উচ্ছেদ করতে কারণ ‘‘এই পুরোন কাপড় ঠিক করা যাবে না, সে চেষ্টায় ওটা বরং ছিঁড়ে যাবে’’।

আমি বার বার বলেছি কখনো কোথাও জামাতি দর্শন মানুষের কল্যাণ তো দুরের কথা, সর্বনাশ ছাড়া আর কিছুই করেনি। ইতিহাস বার বার দেখিয়েছে তার দর্শন দিয়ে মানুষের সর্বনাশ ছাড়া আর কিছু হতেই পারে না। আর, যখনই কোথাও মানুষ জামাতের ছোবল খেয়েছে, অন্য দেশের জামাতিরা চিৎকার করে বলেছে, ‘‘ওটা ইসলাম নয়’’ বা ‘‘ওরা ইসলাম জানে না’’। কিন্তু ওই পর্যন্তই। কোনদিন কোন জামাতি ওই ইসলাম না-জানা পিছলামি-পার্টিকে উচ্ছেদ করার ইসলামি চেষ্টাটা করে নি। নিজেরা ক্ষমতা পেলে সামাজিক-অর্থনৈতিক সুরাহা কিছু করতে পারে নি তারা কারণ ওটা করতে কিঞ্চিৎ ঘিলু লাগে, কিন্তু নিজেদের মা-বোনের ওপর ঠিকই বীর-বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ‘‘ইসলাম বাঁচানো’’র জন্য। অন্য জাতিরা বুদ্ধুর মত ঠেকে শিখেছে, আমরা বুদ্ধিমানের মত দেখে না শিখলে আমাদেরও কপালেও সুপ্রচুর নাকখৎ আর কানমলা আছে। এবারে নিবন্ধ নয়, খবরের সারাংশ দিচ্ছি।

‘‘আফগানিস্তানের সীমানায় পাকিস্তানের সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ প্রদেশে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ শাসন করে এম এম এ -Muttahida Majlish-E Amal (অথবা Mentally Morbid Authority !)। সংগীত, নৃত্যকলা ও নারীদের ছবি নিষিদ্ধ করার একটি বিল সংসদে পেশ করিয়াছে। এই বিল প্রদেশের আইনে পরিণত হইবার সমূহ সম্ভাবনা কারণ সংসদে এম এম এ সংখ্যাগরিষ্ঠ। সে ক্ষেত্রে শিক্ষায়তনে ও জনসমক্ষে সংগীত ও নৃত্যকলা এই আইনে অপরাধ হিসাবে গন্য হইতে পারে যাহাতে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদন্ড ও পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা হইতে পারে। বিলে আরও বলা হয় - ‘‘যদি ইন্সপেক্টর বা তাহার উর্ধতন কোন পুলিশ কর্মকর্তা মনে করে যে এই আইনে কোন অপরাধ ঘটিয়াছে বা ঘটিতেছে বা ঘটিবার সম্ভাবনা আছে তাহা হইলে সে যেকোন শিক্ষায়তন বা স্থানে প্রবেশ করিতে পারিবে ও যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবে যে তাহার মতে এই অপরাধ করিয়াছে বা করিতেছে বা করিবার সম্ভাবনা রাখে বা এই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারে বাধা দেয়। এই মামলায় জামিন হইবে না। ২০০২ সালে ক্ষমতায় আসিবার পর এম এম এ সংগীত ও নৃত্যকলার উপরে অঘোষিত নিষেধ আরোপ করে। ইহার সমর্থকেরা সিনেমা হলে, প্রদর্শনিতে ও নারীদের ছবি লাগানো সাইনবোর্ড আগুনে পোড়াইয়া দেয়। ২০০৪ সালে এম এম এ সরকারী চাকুরেদের বাধ্য করে নামাজ পড়িতে

অন্যথা বরখাস্ত হইতে। একই বৎসর দোকানীদের উপর আদেশ জারী করিয়া নামাজের সময় দোকান বন্ধ রাখিতে বাধ্য করা হয়। ২০০৩ সালে এম এম এ নারীদের খেলাধুলা, বাস-ট্রেনে সংগীত ও পুরুষ টেকনিশিয়ান দ্বারা নারীদের আলট্রাসাউন্ড বন্ধ করিয়া দেয়" - (এবং ই সি জি, - যদিও সারা প্রদেশে আলট্রাসাউন্ডের কোনই পুরুষ টেকনিশিয়ান নেই ও ই সি জি'র আছে মাত্র একজন। অসুস্থ মা-বোনদের কথা ভাবুন! মেশিন-টেকনিশিয়ান সবই আছে কিন্তু মাঝখানে বিরাট এক পিছলামি দাঁড়িয়ে আছে দানবের রক্তচোখে। মা-বোনেরা অসহ্য ব্যথায় চিৎকার করবেন, অনেকে মরেও যাবেন জামাতে পিছলামির পাল্লায় পড়ে। আল্লা-রসুল-কোরাণ-ইসলামকে সে আর একবার বিব্রত করবে নিরপরাধদের অশ্রুর সামনে আর পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা ভাঙ্গা বুক নিয়ে সারা জীবন থাকবেন অর্ধমৃত)।

হবে না-ই বা কেন। সংগীত-নৃত্যকলাকে "কুৎসিৎ শিল্প" (Ugly Arts) বলেন নি জামাতের সুবৃহৎ গুরুজী? -(এ শর্ট হিষ্ট্রি অফ দি রিভাইভালিষ্ট মুভমেন্ট ইন ইসলাম- মৌদুদি- পৃষ্ঠা ৩০)। গালি দিলেই হল? এ অলৌকিক চিন্ময় সাধনার কি জানে জামাতি? অন্তর্লীন সে কোন বৃহৎ প্রবাহ থেকে ঐশী ঝর্ণাধারায় ক্রমাগত উৎসারিত হয় মর্মচিত্তসংগীত আর নর্মদেহভঙ্গীমা, সে অমৃত উপলব্ধি করার ক্ষমতা রাখে এই ধর্মোন্মাদের দল? তার প্রয়োজনীয়তা ধারণ করার ক্ষমতা রাখে এই অর্বাচীনের দল? গীটার-বাঁশী-ড্রাম-হার্মোনিয়মে আছেটা কি, শুধুমাত্র বস্তু ছাড়া? শুধু কিছু কাঠ আর লোহা-তামা-পিতল। সসীম এইটুকু মূলধন অবলম্বন করে চিরকাল অসীমের সন্ধানে ছুটেছে সসীম মানুষ। এই নশ্বর শরীরে আছেটা কি, লোহা-ক্যালশিয়াম-অ্যালুমিনিয়াম-কার্বন ইত্যাদি ছাড়া? এইটুকু সসীম বস্তু অবলম্বনে এইটুকু ছোট্ট জীবনে চিরকাল সুবৃহৎ অনাদি-অনন্ত অসীমের সন্ধানে ছুটেছে সসীম মানুষ। "পারিনে ভাসিতে কেবলি মূরতিস্রোতে, তুলে নাও মোরে আলোকমগন মূরতিভুবন হতে" - দু'হাতের মোনাজাতে এজন্যই গেয়ে উঠেছিলেন সুরদাস। "আকাশ ভরা সূর্য্যতারা বিশ্ব ভরা প্রাণ, তাহারই মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান, বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান" - এ আরাধনার তুলনা আছে? "আমার এই দেহখানি তুলে ধরো, তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ করো" - এ ইবাদতের তুলনা আছে? আনুষ্ঠানিক ইবাদত করেছে মানুষ চিরকাল কেতাবের ভাষায়, কিন্তু এইসব সংস্কৃতি দিয়েই "আমাকে আমা হইতে উর্ধস্তরে" উত্তরণের অনানুষ্ঠানিক আরাধনা করেছে মানুষ। সাংস্কৃতিক উত্তরণের এ অবলম্বন কেড়ে নিতে চায় ইসলামের নামে এই সে দানব, জামাতে পিছলামি।

বাংলাদেশে চান আপনি ইসলামের ললাটে জামাতির সেঁটে দেয়া এ কুৎসিৎ কলংক-তিলক?

From: SAN-Feature Service <sanf@gononet.com>
>Subject : Mullahs to ban women's photography, dance and music
>Date: Mon, 07 Feb 2005 10:16:17 +0600
>

MMA governs the most important province of Pakistan i.e. North West Frontier Province (NWFP) that borders Afghanistan. Its parliamentarians have presented a bill that seeks to ban dance, music and women's photography. MMA enjoys tremendous majority in the parliament and the strong likelihood is the bills will become part of NWFP legislation. The bill, if enacted, will consider dancing and music at a public place or an educational institution an offence. It shall be an offence punishable with imprisonment which may extend to five years and with fine which may extend to Rs 5000. The Bill adds: 'If a police officer not below the rank of an Inspector has reason to believe that any offence under this act has been, is being or is about to be committed, he may enter any public place or an

educational institution and arrest any person who in his opinion, has committed, is committing or is about to commit such offence, including the person who abets the commission of such an offence. The offence under section 3 shall be cognisable and non-bailable. "

MMA after coming into power in 2002 imposed an 'unofficial' ban on dance and music. MMA clerics set on fire the cinema houses, exhibition centers and smashed billboards that displayed females' images. In early 2003, MMA banned female sports, ultrasonography of female by male technicians and music in the public transport. In the mid-2004, MMA forced the government officials to pray or be ready to be sacked. In the same year, MMA issued an order that forces shopkeepers to close down their shops during prayer times.

Mohammad Shehzad is a senior Pakistani journalist based in Islamabad

****

এই সে দানব যে হিংস্র হুংকার দেয়, "সংগীত-শিল্পীরা ভাগো সব ভাগোরে, সবাইকে ফেলে দেব বঙ্গোপসাগরে"।- সিরাতুল জিলাপি - JamatePislami.com থেকে। সম্প্রতি যে খুনের উৎসব ঘটে যাচ্ছে দেশে তার লক্ষ্মন ফুটে উঠেছিল ক'বছর আগেই। তখন চিন্তাবিদেরা সাবধান করেও ছিলেন, আমরা গা' করিনি। আর এখন যা হচ্ছে তা শুধু রিহার্সেল মাত্র, জাতির জন্য জনান্তিকে আরও ভয়াবহ নাটক অপেক্ষা করছে যদি এখনই আমরা তৈরি না হই। ইতিহাসের শিক্ষা এই যে ধর্মীয় স্বৈরতন্ত্র কোনকালে যুক্তি বা মানবতার কথায় সুচ্যগ্র মেদিনী ছাড়েনি, তাকে আইন বানিয়ে বা গণ-অভ্যুত্থানের ডান্ডা দিয়েই তাড়া করে উচ্ছেদ করতে হয়েছে। তবে এর প্রাণ বিড়ালের মত নয়টা, সে মরে না কিন্তু সুযোগের অপেক্ষায় ভাইরাসের মত ভেটকি মেরে পড়ে থাকে আর প্রশাসনের দুর্বলতার সুযোগে বার বার ফিরে আসে।

ইসলামের এই ঘোর দুশমনকে আমাদের জলস্থলের মাদুর থেকে চিরতরে উচ্ছেদ করুন, বাংলার চিরকালের স্নিগ্ধ অরাজনৈতিক ইসলাম ফিরিয়ে আনুন।

৯ম ফেব্রুয়ারী ৩৫ মুক্তিসন।